ইলিশ সংরক্ষন করুন, সুনিশ্চিত করুন আপনার ভবিষ্যৎ

কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা

(ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ)

বারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২০, পশ্চিমবঙ্গ

আমাদের পশ্চিমবঙ্গ নদী মাতৃক রাজ্য। হুগলী নদী আমাদের রাজ্যের সমাজ তথা অর্থনীতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই নদী বাংলাকে করেছে শস্য-শ্যামলা, তেমনি বাঙালীর রসনাকে করেছে তৃপ্ত। কারন হুগলী নদী মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। সাম্প্রতিক গবেষণায় হুগলী নদীতে এ পর্যন্ত 19 তন্ত্র (order),72 বর্গের (family) অন্তর্গত 155 টি জাতির (genera) অধীন 229 টি মাছের প্রজাতি চিহ্নিত হয়েছে। এদের মধ্যে ইলিশ অর্থনৈতিকভাবে একটি উল্লেখযোগ্য মাছ, যা বাঙালীর জীবন ও জীবিকার সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

হুগলী নদীর ভাঁড়ারে ইলিশ মাছের আকাল ঃ-

বাঙালীর পাতে আজ বড় ইলিশের টান পড়েছে। কারন হুগলী নদীতে ১ কেজি বা তার বেশী ওজনের ইলিশ ক্রমহ্রাসমান। হুগলী নদীতে ইলিশ মাছের দ্রুত হ্রাস ইতিপূর্বেই সুবিদিত এবং তা হয়েছে নিম্নলিখিত বিভিন্ন কারনে ঃ-

(১) অবৈজ্ঞানিক মাছ শিকার - প্রজনন ঋতুতে প্রজননক্ষম মাছ ধরে নেওয়া।

(২) বিন জাল (Bag net) বা ফাঁস জাল (Gill net) এর দ্বারা খোকা ইলিশ বা বাচ্চা ধরে নেওয়া যার গড় ওজন ১০ গ্রামেরও কম। তাছাড়াও নবদ্বীপ থেকে বজবজ পর্যন্ত নৌকা ভেসেল বা ভেটি জালের মাধ্যমে ইলিশের বাচ্চা ধরা হয়। এমনকি ডায়মণ্ড হারবার থেকে কাকদ্বীপ অঞ্চলে গলদার বাচ্চা ধরার মীন জালেও প্রচুর পরিমানে ইলিশের বাচ্চা ধরা পড়ে ও নষ্ট হয়।

(৩) হুগলী নদীর দূষণ - সোজাসুজি কলকারখানার ও শহরের বর্জ্য পদার্থ অপরিশোধিত অবস্থায় নদীতে নিক্ষেপ করা হয়।

(৪) নদী ও জলস্রোতের উপর বাঁধ নির্মান ইলিশের গতিপথে বাধার সৃষ্টি করে (যেমন ফারাক্কা ব্যারেজ)।

বিন জাল ও তার মাধ্যমে সংগৃহিত ইলিশ মাছের বাচ্চা।

ফাঁস জাল ও তার
মাধ্যমে সংগৃহিত
ইলিশ মাছের বাচ্চা।

মীন জাল ও তার
মাধ্যমে সংগৃহিত
ইলিশ মাছের বাচ্চা।

আমাদের মৎস্য সম্পদ রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য ঃ

যে ভাবে হুগলী নদীতে ইলিশ মাছের নিধন চলছে তার ফলে অদূর ভবিষ্যতে ইলিশ পাওয়া দূরঅস্ত হবে যা আমাদের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করবে। তাই এই বিপদ থেকে রক্ষার জন্য এই মূল্যবান মাছের সংরক্ষনে আমাদের সকলকে সক্রিয় হতে হবে।

নৌকা-ভেসেল জাল ও তার মাধ্যমে সংগৃহিত ইলিশ মাছের বাচ্চা।

কি করবেন না?

(১) 500gm এর কম ওজনের ইলিশ মাছ ধরবেন না।

(২) যে ফাঁস জালের সাহায্যে ইলিশ ধরছেন তার ফাঁস যেন ৪ থেকে ৪$^{১}/_{২}$ ইঞ্চির কম না হয়।

(৩) হাজার হাজার কেজি ছোটো ইলিশের বাচ্চা যা প্রতি বছর হুগলী নদী থেকে ধরা হয় সাধারনত মাঘের মাঝামাঝি থেকে বৈশাখের মাঝামাঝি মাসে, এবং খয়রা বলে বিক্রি হয় তা ধরা বন্ধ করুন।

(৪) এই সব ছোটো ইলিশ মাছগুলিকে একবার সমুদ্রে ফিরতে দিলে ওরা আবার খাবার উপযোগী আকার নিয়ে পরবর্তী বর্ষাতে এই নদীতেই ফিরে আসবে। ইলিশ মাছের ভবিষ্যত আপনাদের হাতে। তাই ইলিশকে বাঁচিয়ে রাখুন, নিজের এবং পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যত সুদৃঢ় করুন।

লেখক ঃ ডঃ অপর্ণা রায়, ডঃ রঞ্জন কুমার মান্না, ডঃ উৎপল ভৌমিক এবং ডঃ মানস বন্দোপাধ্যায়।

প্রকাশক ঃ প্রোফেসার এ.পি. শর্মা, নির্দেশক, সি.আই.এফ.আর.আই বারাকপুর।

অলংকরণ ঃ সুজিত চৌধুরী

যোগাযোগের ঠিকানা- **প্রশিক্ষণ ও প্রসার বিভাগ**

সি.আই.এফ.আর.আই, বারাকপুর, দূরভাষ ঃ ০৩৩-২৫৯২ ১১৯০/৯১